ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 163 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১৯ ● কলকাতা ● ১১ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৮ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

লিস্টে নাম তুলতে গিয়ে ডানকুনিতে ধৃত বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হুগলি: কড়ি ফেললেই মিলছে মৃত ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম! ২০০২ সালে যাঁদের তালিকায় নাম রয়েছে এবং বর্তমানে যাঁরা প্রয়াত, তেমন ব্যক্তিদের ফর্ম নাকি দেদার বিক্রি হচ্ছে। আর সেই ফর্ম নিয়েই ভোটার লিস্টে নাম তোলার চেষ্টা করছে বাংলাদেশিরা বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার মৃত ভোটারের ফর্ম-সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক বাংলাদেশি নাগরিককে।ঘটনার কথা জানাজানি হতেই বুধবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মাথুরডাঙি এলাকায়। বাংলাদেশি যুবক নাদিমকে আটকে রাখেন এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে ডানকুনি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে নাদিমকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। কীভাবে অন্য এক মৃত ব্যক্তির ভোটার কার্ড ব্যবহার করে এসআইআর তালিকায় নাম তোলার পরিকল্পনা করে সে এবং এই ঘটনায় কারা জড়িত সেটা জানার জন্য তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। নাদিমকে জিজ্ঞাসাবাদ

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 126

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অনেক বার অনেক সাধু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন আর কোন স্থানবিশেষকে পবিত্র করেন। সেই কারণে ঐ স্থানের স্পন্দনের শক্তি বেড়ে যায়। ঐ সাধুদের সান্নিধ্যের কারণ ঐ স্থানগুলির প্রভাব বেড়ে যায়।"

"তাঁদের জন্য কোন ভূমি ভাল বা কোন ভূমি খারাপ হয় না। তাঁরা ভূমির ভাল বা

ক্রমশঃ

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের তিনদিনের কর্মশালা ফালাকাটায়

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটায় অনেকের বাড়ির পাশে পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরে দীর্ঘদিন ধরে মাছ চাষ করেন। তবে এতদিন চিরাচরিতভাবেই পোনা কিনে পুকুরে ছেড়ে দিতেন। পরে মাছ বিক্রি করতেন। এটাই সবার জানা। কিন্তু আরও বেশি লাভবানের জন্য যে পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন তা জানা ছিল না তাদের। গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের এক কর্মশালায় সেই কৌশল শিখলেন বহু পুকুরের মালিক। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের অধীন কেন্দ্রীয় মৎস শিক্ষা সংস্থান ও জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ফালাকাটার ঝাড়বেলতলি গ্রামে তিনদিনের কর্মশালা বৃহস্পতিবার শেষ হয়। এই কর্মশালায় পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষার কৌশল শিখেই বেশি খুশি স্থানীয় মৎচাষিরা।

মূলত তপশিলি জাতির মাছ চাষিদের জন্যই তিনদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে হাতেকলমে মাছ চাষের নানা কৌশল শিখিয়ে দেন মৎস বিজ্ঞানীরা। কেন্দ্রীয় মৎস শিক্ষা সংস্থানের প্রধান বিজ্ঞানী ড:পরিমল সর্দার আধুনিক পদ্ধতিতে স্থানীয় ও দেশী নানা প্রজাতির মিশ্র চাষের উপর আলোচনা করেন। এছাড়াও স্বল্প খরচে কীভাবে মাছের খাবার তৈরি করে বেশি লাভবান হওয়া যেতে পারে সেই দিশা দেখান পরিমল। একই সঙ্গে পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষার কথাও বিস্তারিত আলোচনা হয়।আরেক বিজ্ঞানী ড: গৌরাঙ্গ বিশ্বাস মাছের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন। জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৎস বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল ঘোষ মাছের রোগব্যধি দূরীকরণ নিয়ে ব্যাখা করেন। এই কর্মশালায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় যুবক প্রসেনজিত রায় উপস্থিত ছিলেন।

এমন কর্মশালায় পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষার বিষয়টি মৎস চাষিদের বেশি আকৃষ্ট করে। চাষিদের কথায়,'এতদিন এমনিতেই পুকুরে মাছের পোনা ছেড়ে দিতাম। কখনও নিজের আন্দাজমতো চুন দিতাম। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে এই চাষ করিনি। এবার সব শিখলাম। পুকুরের জল যে পরীক্ষা করে মাছ চাষ করতে হয়,এটা তো এতদিন জানাই ছিল না। এই কর্মশালায় সব জানলাম ও শিখলাম। আমিও একটা কিট পেয়েছি। এখন নিজেই জল পরীক্ষা করে করতে পারব। এদিন বিভিন্ন পুকুরও পরিদর্শন করেন বিজ্ঞানীরা।

ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপারের পদোন্নতি — দায়িত্ব নিলেন নতুন এসপি

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত আইপিএস অফিসার অরিজিৎ সিনহার পদোন্নতি হল। তিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন ডিআইজি, পশ্চিম মেদিনীপুর রেঞ্জ হিসেবে। প্রশাসনিক মহলে এই পদোন্নতিকে তাঁর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের স্বীকৃতি বলে মনে করা হচ্ছে। অরিজিৎ সিনহার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ঝাড়গ্রামের নতুন জেলা পুলিশ সুপার হলেন মানব সিংলা (IPS)। নতুন দায়িত্বে তিনি শীঘ্রই যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।জেলাজুড়ে অপরাধ দমন, পুলিশিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং জনগণের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে অরিজিৎ সিনহার ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রের দাবি। নতুন পুলিশ সুপার মানব সিংলার ক্ষেত্রে জেলার মানুষ আশাবাদী — তিনি পূর্বতন প্রশাসনিক ধারাকে আরও সুসংহত করবেন এবং জননিরাপত্তায় নতুন দিশা যোগ করবেন।

জমি বিবাদে কুপিয়ে খুন, ফের উত্তপ্ত মালদহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদহে সালিশি সভায় রক্তারক্তি কাণ্ড। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সালিশি সভাতেই কুপিয়ে খুন করা হয়েছে এক তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ছয় তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের কালিয়াচক থানার রাজনগর মডেল এলাকায়। জানা গিয়েছে ফসলি জমি দিয়ে ট্রাক্টর নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের সূচনা হয়। অভিযোগ, সালিশী সভা শুরু হতেই জেনারুলের লোকজন হামলা চালায় মোস্তাফা শেখের দলবল হামলা চালায় মোস্তাফা শেখের লোকজনের উপর। তারপরেই হাতাহাতির মধ্যে জেনারুলের খুড়তিতো ভাই একরামুলকে কুপিয়ে খুন করে হয় বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও বেশ কয়েকজন জখম হন। এদের মধ্যে জখম বাদশা শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই মুহূর্তে গ্রাম কার্যত গ্রাম পুরুষশূন্য। ছেয়ে রয়েছে পুলিশবাহিনী। চলছে তদন্ত। এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।সমাধানে বৃহস্পতিবার বসেছিল সালিশি সভা। আর সেই সভায় রক্তারক্তি পরিস্থিতি তৈরি হয়। কুপিয়ে খুন করা হয় একরামুল শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীকে।

ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয় জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কালিয়াচক, মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাস্থলে

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

লিস্টে নাম তুলতে গিয়ে ডানকুনিতে ধৃত বাংলাদেশি

করে এই সব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করছে ডানকুনি থানার পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গে ফের বাংলাদেশি যুবকের হদিস মেলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।এই ঘটনা জানতে পারার পরেই নাদিম নামের ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিল মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা হুগলির ডানকুনি পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মাথুরডাঙি এলাকায়। জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে মৃত্যু হয় মহসিন খান নামের ওই ব্যক্তির। মৃত মহসিনের নামেই এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেন বাংলাদেশি যুবক নাদিম। মৃত মহসিন খানের দাদা মইদুল খান জানতে পারেন, মৃত ভাইয়ের ফর্ম পুরণ করে জমা দিয়েছেন বাংলাদেশি যুবক নাদিম। শুধু তাই নয়, সেই ফর্ম গ্রাহ্য করেছে নির্বাচন কমিশন। এর পরই এলাকায় শোরগোল পরে যায়।

অভিযুক্ত বাংলাদেশি যুবক নাদিমের দাবি ১৫ বছর ধরে ডানকুনিতে বসবাস করছেন তিনি। চার হাজার টাকার বিনিময়ে এখানে ভোটার কার্ড তৈরি করেন এবং বর্তমানে এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় মৃত মহসিনের এনুমারেশন ফর্ম জোগাড় করেন টাকার বিনিময়ে। সেই ফর্ম পুরণ করে নিজের ছবি লাগিয়ে জমাও দিয়েছেন নাদিম।

শিল্পের জমিতে মহাকাল মন্দির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের আগেই মন্দির রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নতুন করে সরগরম শিলিগুড়ি। শিল্পের জন্যে রাখা সাতশো কোটির সরকারি জমি ৯৯ বছরের লিজে মাত্র ১ টাকায় ট্রাস্টকে বিলি! শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির নিয়ে সরব বামেরা। সুর চড়াচ্ছেন সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। সিপিএম আবার পাশে পাচ্ছে বিজেপিকেও।কিন্তু শিল্পের জমিতে মন্দির কেন? আমাদের জেলায় লা পাহাড়ে একটি মহাকাল মন্দির রয়েছে। তাহলে পাহাড় ও সমতলে পৃথক মন্দিরের কী প্রয়োজন? বামেদের মতো তাঁদেরও সাফ কথা, সামান্য অর্থে সরকারি জমি শিল্পপতিদের পাইয়ে দিতে সচেষ্ট রয়েছে এসজেডিএ।বিরোধীদের

আভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এসজেডি'র হাতে থাকা শিল্পের জন্য রক্ষিত জমিতে রাজ্যের সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির গড়ে তোলা হচ্ছে। এসজেডিএ'র হাতে থাকা জমি বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীকে পাইয়ে দিতে চেষ্টা করছে একটি চক্র। এই অভিযোগ সামনে আসতেই নতুন করে চাপানউতোর তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কী বলছে বামেরা?

বাম আমলে দীর্ঘদিন এসজেডিএ চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। অশোকের অভিযোগ, ওখানে আইটি পার্ক তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বামেরা ক্ষমতা হারানোর পর সেই পার্ক আর গড়ে ওঠেনি। বামেরা যে বিদেশি সংস্থাকে এনেছিল তাঁকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয় মমতার জমানায়।

সূত্রের খবর, এবার উজানু মৌজায় প্রায় বিশালাকার এলাকা মাত্র ১ টাকায় একটি ট্রাস্টকে দিচ্ছে এসজেডিএ। আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এই মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণার সঙ্গে তাল মিলিয়েই কয়েকদিন আগে জমি বরাদ্দ করে দেয় সরকার। সদ্য নবান্ন থেকে এ কথা জানান রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

তাঁর দাবি এই মন্দির তৈরি হলে গোটা উত্তরবঙ্গেই ধর্মী পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।সূত্রপাত কোথা থেকে? মাটিগাড়া থানা এলাকায় ২৫.১৫ একরের ওই যে জমি এতদিন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের (এসজেডিএ) হাতে ছিল। ওই পুরো এলাকার মধ্যে বর্তমানে ১৭.৪১ একর জমি পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই এখন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর হয়ে এসজেডিএ'র কাছে আসবে।

তারপর তা পর্যটন দফতরের কাছে আসবে। মন্দির তৈরির জন্যই রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জেলার পুলিশ, প্রশাসন, শিল্পোদ্যোগী, সমাজসেবী-সহ একাধিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট তৈরি হবে বলেও জানা যাচ্ছে। তারাই পুরো বিষয়টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। কিন্তু যে জমির মুল্য প্রায় সাতশো কোটি টাকা, শিল্পের সেই জমিতে ১ টাকার লিজে কেন মন্দির তৈরি হবে?

শিল্প ও কর্মসংস্থান দরকার না মন্দির দরকার? প্রশ্ন তুলছেন প্রবীণ বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। কটাক্ষের সুরেই তিনি বলছেন, শিল্প হলে কর্মসংস্থান হলে আইটি পার্কে কাজ পেত তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু সেসব ভুলে ভোটের আগে সরকার মন্দির বানাচ্ছে সরকার।

বামেরা সুর চড়াচ্ছে হিডকোর বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, একাধিক টাউনশিপ গঠনের নামে এসজেডিএ'র জমি প্রথমে হিডকোকে দেওয়া হচ্ছে। তারপর তা হিডকো মোটা টাকায় বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে দিচ্ছে। কিন্তু এই কাজ সরাসরি এসজেডিএ-র মাধ্যমে হলে তারা আর্থিকভাবে আরও উন্নতির সুযোগ পেত।

কিন্তু এখন সরকার যা করছে তা আদতে এসজেডিএ-র ঝাঁপ বন্ধ করার চেষ্টা বলেই মত তাঁদের। কী বলছে বিজেপি? অন্যদিকে শিল্পের জমিতে মন্দির কেন তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপিও। বিজেপির তরফে নান্টু পাল বলেন আমি মন্দিরকে স্বাগত জানাব।

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, একযোগে সব জেলায় জারি বিভাগীয় নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল রাখতে বড়সড় রদবদলের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পুলিশ। মোট ১৬৮ জন পুলিশকর্তার বদলির নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য পুলিশের দপ্তর। এই নির্দেশে শুধু ১০০-রও বেশি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে স্থানান্তর করা হয়েছে। দপ্তরের তরফে 'জনস্বার্থে' এই বদলি বলে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় নিত্যদিনের কাজ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সাইবার অপরাধ দমন, জেলা পর্যবেক্ষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ গ্রহণ- এই সব ক্ষেত্রেই এই প্রশাসনিক রদবদলের প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে রাজ্যের পুলিশ মহল। এই নির্দেশের পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বেশিরভাগই ইতিমধ্যেই নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের 'অবিলম্বে' যোগ দিতে হবে নতুন কর্মস্থলে।

এদিন এডিজি আইন-শৃঙ্খলা'র দপ্তর থেকে জারি করা এই নির্দেশে বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, পুলিশ কমিশনারেট, বিশেষ দপ্তর, সাইবার দপ্তর, সিআইডি, আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত দপ্তর, ভিজিলান্স কমিশন-সহ বহু শাখায় কর্মরত ইন্সপেক্টরদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বদলির তালিকায় রয়েছে ঝাড়গ্রাম, মালদা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ রাজ্যের প্রায় সব জেলার নাম।

নয়াগ্রাম, নয়াদীঘি, সোনামুখী, কেশিয়াড়ি, তমলুক, মথাভাঙ্গা, রতুয়া, সিঙ্গুর, ধনেখালি, গোপীবল্লভপুর, বারাসত, রাজগঞ্জ, কালনা, কড়েচা, ডোমকল, ফারাক্কা, বাগুইআটি, হলদিয়া, সিঙ্গুর, হবিবপুর, মানিকচক, চাঁচল, খেজুরিতে নতুন আইসি নিয়োগ করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও সাইবার অপরাধ দপ্তরের আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে থানার দায়িত্বে। আবার কোথাও ট্রাফিক বিভাগ থেকে পাঠানো হয়েছে জেলা পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে।

দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'এই বদলিগুলি সময়ে সময়ে হয়। প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে, অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজে লাগাতে এবং থানা পরিচালনায় আরও নজরদারি বাড়াতে এমন বদলি করা হয়।' যদিও রাজনৈতিক মহলের একটি অংশের দাবি, উৎসবের মরসুম শেষ হতেই এবং বিভিন্ন জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সরকার প্রশাসনিক রদবদলের পথে হাঁটল।

তবে এত বিপুল সংখ্যক বদলির নির্দেশে পুলিশ মহলে যথেষ্ট শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বেশ কিছু থানায় দীর্ঘদিন পদে থাকা আধিকারিককে সরিয়ে নতুন মুখ বসানো হয়েছে। নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, আগের কোনও পোস্টিং অর্ডার যদি এই তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয়, তবে এই নতুন নির্দেশই বাতিল বলে গণ্য হবে।

সম্পাদকীয়

বারাসত মর্গ কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো কাজ

যেমন কথা তেমন কাজ! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর দুর্ঘটনায় মৃত বারাসতের যুবকের মায়ের হাতে বুধবার চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। বারাসতের কাজীপাড়া নেতাজিনগরের বাড়িতে গিয়েই প্রীতম ঘোষের মা কৃষ্ণাদেবীর হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি।যদিও, এদিনও মর্গের ফ্রিজিং সিস্টেম খারাপ থাকার অভিযোগ তুলে দেহ সংরক্ষণ করার জন্য বরফ কেনার টাকা দিয়েছেন বলে দাবি করেছে পরিবার। এদিনও মৃত যুবকের আত্মীয় দীপু হাজরা বলেন, "ইঁদুর যদি চোখ উপড়ে নেবে তাহলে শরীরের অন্যান্য অংশ কী ভাবে অক্ষত রয়েছে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলুক সত্যিটা কী! যদি তাঁরা চোখ কাউকে দান করে থাকে সেটাও জানাক। কোথাও শুনেছেন ময়নাতদন্ত করতে নিয়ে গিয়ে লাশ কাটার ঘরে তুলসি পাতা দেওয়া হয়? আমরা বিচার চাই।"সঙ্গে ছিলেন বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, বারাসত জেলা পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খরিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "ভূমি রাজস্বদপ্তরে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টির প্রক্রিয়া শুরু করেছি।"

এদিকে মৃত যুবকের 'চোখ চুরি'র অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বুধবার দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে। বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা বলেন, "মৃতের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগ বারাসত জেলার পুলিশের কাছে পাঠিয়েছি। যাতে মামলা রুজু হয় তা দেখতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে স্বাস্থ্য দপ্তরের গাইডলাইন অনুযায়ী, তিন সদস্যের কমিটিও গঠন হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়বে স্বাস্থ্য ভবনে। পুলিশের কাছেও রিপোর্টের কপি পাঠানো হবে।" মৃতের মেসোমশাই কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী কথা রাখায় আমরা সন্তুষ্ট। এদিন রাতেই কলকাতার নিমতলা শ্মশানে মৃতদেহের সৎকার করা হবে।"

উল্লেখ্য, সোমবার কাজীপাড়া রেলগেট সংলগ্ন যশোর রোডে ছোট মালবাহী গাড়ির ধাক্কা মারে বছর পঁয়ত্রিশের প্রীতম ঘোষকে। তাঁকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বারাসত মেডিক্যালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহের চোখ চুরির অভিযোগ তোলেন পরিবার। সদস্যদের দাবি, হাসপাতালের তরফে জানানো হয় ইঁদুর চোখ নিয়ে গিয়েছে। সেই কথা মানতে নারাজ আত্মীয়রা যশোর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

সেই সময় বনগাঁ থেকে দলীয় কর্মসূচির পর যশোররোড ধরে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিক্ষোভ দেখে কনভয় দাঁড় করান তিনি। মৃতের পরিবারের থেকে গোটা ঘটনা শোনার পর সঠিক তদন্ত, আর্থিক সাহায্য-সহ মৃতের মায়ের চাকরির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল মায়ের হাতে। তাছাড়াও তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

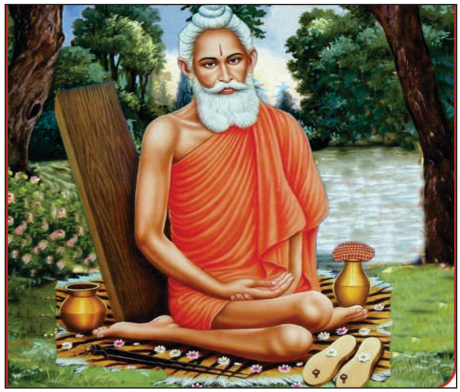

দিন চালাতেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের প্রশংসা শুনে; এক বাটি দুধ নিয়ে বাবাকে দেখার জন্য চলে আসেন। বাবা লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকে কাছে টেনে নেন। লোকনাথ বাবা তাঁকে "মা" ডাকতেন বলে; পরবর্তীতে তিনি 'গোয়ালিনী মা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লোকনাথ বাবার আশ্রমেই কাটান।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

জমি বিবাদে কুপিয়ে খুন, ফের উত্তপ্ত মালদহ

গিয়েছেন কালিয়াচকের এসডিপিও। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এসডিপিও নেতৃত্বেচলছে এলাকাজুড়ে তল্লাশি।এই ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে প্রবল চাঞ্চল্য। অভিযোগের মূল আঙুল উঠেছে জেনারুল শেখ ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে তারা সকলেই পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁরা বেশিরভাগই জেনারুলের লোক।

মোস্তাফা শেখ ও জেনারুল শেখের মধ্যেই মূল বিবাদ শুরু হয়।মোস্তাফা শেখের জমি রয়েছে রাজনগরের চড়ে। অন্যদিকে জেনারুলেরও জমি রয়েছে। সমস্যা হল জেনারুলের জমিতে যেতে গেলে মোস্তাফার জমির উপর দিয়েই ট্রাক্টর চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই নিয়েই দুপক্ষের বিবাদ শুরু হয়। মোস্তাফা শেখের বক্তব্য ছিল, তাঁর জমির উপর দিয়ে ট্রাক্টর নিয়ে গেলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বুধবার বিবাদের সূচনা হয়, সমাধান সূত্র খোঁজার জন্য বৃহস্পতিবার বসা হয় সালিশি সভার উদ্যোগ নেন গ্রামবাসী।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

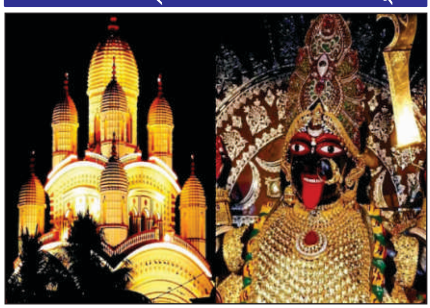

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বজ্র জ্বালানলার্ক।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতার বর্ণ নীল, আকৃতি ভীতিপ্রদ ও জ্বালামালাকুল, চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। ইনি আলীঢ় পদে সপত্নীক বিষ্ণুকে পদদলিত করিয়া থাকেন। ... ত্রৈলোক্য বিজয়।। এই দেবতার কুলেশ অক্ষোভ্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০

(শেষ পর্ব)

প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। সারা দেশে একীভূত মানদণ্ড প্রয়োগের ফলে নিয়োগকর্তাদের জন্য সম্মতি দেওয়া সহজ হয়, শিল্প ও রাজ্যভেদে শ্রমিক সুরক্ষা সমানভাবে নিশ্চিত হয়, এবং দেশের সর্বত্র ease of doing business উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

কর্মসংস্থান সহযোগী বিধান

১. সকল প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের অধিকার, রাতের শিফটসহ: কোডটি (প্রয়োজনীয় সুরক্ষা-ব্যবস্থাসহ) সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে দিয়েছে, এমনকি রাতের কাজের ক্ষেত্রেও। এর ফলে, নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের পরিসর প্রসারিত হবে। এটি বিভিন্ন শিল্পে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে লিঙ্গসমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করবে।

২. কর্মসংস্থানের আনুষ্ঠানিকীকরণ - নিয়োগপত্র প্রদান: নিয়োগকর্তার নিয়োগপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সম্পর্ক আরও আনুষ্ঠানিক ও সুস্পষ্ট হয়। এর ফলে, কর্মসংস্থানের শর্তাবলি সম্পর্কে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীরা সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক নিরাপত্তা পায়, শোষণ কমে এবং চাকরির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩. ফ্যাক্টরি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য শ্রমিকসংখ্যার থ্রেশহোল্ড বাড়ানোয় নিয়োগকর্তারা আরও নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত হবেন, যার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং আরও বেশি কর্মসংস্থান আনুষ্ঠানিক হবে।

৪. শ্রম আইনসমূহের যৌক্তিকীকরণ, সহজ ব্যবসাপ্রক্রিয়া ও অপরাধের ডিক্রিমিনালাইজেশন: এই সংস্কারগুলো শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগ (FDI), বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (SMEs) জন্য বেশি নমনীয়তা: SME-গুলিকে অনুমোদন ছাড়াই সম্প্রসারণ বা পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়ায় তারা কর্মী নিয়োগে আরও আগ্রহী হবে।

৬. সম্মতি প্রক্রিয়া সহজ হওয়ায় ক্ষুদ্র শিল্পগুলি দীর্ঘমেয়াদে আরও স্থিতিশীলভাবে পরিচালিত হতে পারে।

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, একযোগে সব জেলায় জারি বিভাগীয় নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল রাখতে বড়সড় রদবদলের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পুলিশ। মোট ১৬৮ জন পুলিশকর্তার বদলির নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য পুলিশের দপ্তর। এই নির্দেশে শুধু ১০০-রও বেশি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে স্থানান্তর করা হয়েছে। দপ্তরের তরফে 'জনস্বার্থে' এই বদলি বলে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় নিত্যদিনের কাজ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সাইবার অপরাধ দমন, জেলা পর্যবেক্ষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ গ্রহণ- এই সব ক্ষেত্রেই এই প্রশাসনিক রদবদলের প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে রাজ্যের পুলিশ মহল। এই নির্দেশের পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বেশিরভাগই ইতিমধ্যেই নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের 'অবিলম্বে'

এরপর ৬ পাতায়

আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর থেকে বিশ্ব পর্দা : ইফি ওটিটি বিচারক মণ্ডলী স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য এবং গল্পবলার নৈপুণ্যের নতুন যুগকে তুলে ধরল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় প্যানোরমা ওয়েব সিরিজ ওটিটি বিভাগের বিচারক মণ্ডলী গোয়ায় ৫৬তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলনে চলচ্চিত্রশিল্পে বর্তমান সময়ে গল্পবলার পরিবর্তিত ধারাকে তুলে ধরেন। গল্পবলার গতিময়তার এই বিবর্তন চালচিত্রের সামাজিক দর্পণ হিসেবে ধরা দিচ্ছে বলে তাঁরা জানান। বিচারক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন ভারতবালা ও অন্য সদস্যরা হলেন শেখর দাস, মুঞ্জল শ্রফ এবং রাজেশ্বরী সচদেব। ডিজিটাল ব্যাখ্যান ওটিটি মঞ্চে ভারতের সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিকে কিভাবে আরও বিচিত্র উপায়ে তুলে ধরা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করেন। সমসাময়িক গল্প বলার দৃষ্টিনন্দন ভঙ্গীর সঙ্গে মৌলিকতা, বৈচিত্র্য ও সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার যে স্পৃহা দেশের সীমা ছাড়িয়েও সমস্ত দর্শকদের

এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কলকাতায় অ্যান্থ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রাঙ্গণে শুরু হল IASP-এর ৪৬-তম বার্ষিক সম্মেলন

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ২০২৫

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ পপুলেশন (IASP)-এর ৪৬-তম বার্ষিক সম্মেলন আজ কলকাতার অ্যান্থ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (AnSI)-তে উদ্বোধন করা হয়েছে। ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে জনতাত্ত্বিক চালিকাশক্তির ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা এই সম্মেলনে মতবিনিময় করছেন।

এই তিনদিনের সম্মেলন (২৭-২৯ নভেম্বর ২০২৫) আয়োজন করেছে IASP, ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন (NATMO)–এর যৌথ উদ্যোগে এবং অ্যান্থ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (AnSI)–র সহযোগিতায়। সম্মেলনের থিম: "People, Planet, Prosperity: Demographic Drivers of India's Inclusive Growth." উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কে. এন. সিং, মাননীয় উপাচার্য, সাউথ বিহার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এ. পি. সিং. মহাপরিচালক, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে UNFPA India, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)–কে ২০২৫ সালের United Nations Population Award (Institutional Category)–প্রাপ্তির জন্য সম্মান জানায়। বিশ্বজনীন জনসংখ্যা বিজ্ঞান ও প্রমাণ–নির্ভর নীতিনির্ধারণে IUSSP – এর পথপ্রদর্শক অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংস্থার সভাপতি (২০২২–২০২৫) ড. শিরিন জিজিভয় এই সম্মানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জনতাত্ত্বিক গবেষণা ও সার্বিক সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার বিষয়ে সংস্থার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে UNFPA India–র প্রতিনিধি Andrea M. Wojnar ভারতের উন্নয়নপথে শক্তিশালী জনতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডার এবং যুবকেন্দ্রিক নীতির অপরিহার্যতার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, বিশ্বের সর্বাধিক যুব জনসংখ্যা–সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে ভারতের সামনে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত।

সম্মেলনে থাকছে থিম–ভিত্তিক বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশন, প্যানেল আলোচনা ও প্রেজেন্টেশন। উদ্বোধনী দিনটি তিনদিনের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার জন্য ভিত্তি তৈরি করেছে, যার লক্ষ্য ভারতের জনতাত্ত্বিক প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করা এবং এমন অধিকার–ভিত্তিক নীতিনির্ধারণকে এগিয়ে নেওয়া, যাতে কোনো নাগরিক পিছিয়ে না থাকে।

(৫ পাতার পর)

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, একযোগে সব জেলায় জারি বিভাগীয় নির্দেশ

যোগ দিতে হবে নতুন কর্মস্থলে।

এদিন এডিজি আইন-শৃঙ্খলা'র দপ্তর থেকে জারি করা এই নির্দেশে বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, পুলিশ কমিশনারেট, বিশেষ দপ্তর, সাইবার দপ্তর, সিআইডি, আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত দপ্তর, ভিজিলান্স কমিশন-সহ বহু শাখায় কর্মরত ইন্সপেক্টরদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বদলির তালিকায় রয়েছে ঝাড়গ্রাম, মালদা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ রাজ্যের প্রায় সব জেলার নাম।

নয়াগ্রাম, নয়াদীঘি, সোনামুখী, কেশিয়াড়ি, তমলুক, মথাভাঙ্গা, রতুয়া, সিঙ্গুর, ধনেখালি, গোপীবল্লভপুর, বারাসত, রাজগঞ্জ, কালনা, কড়েচা, ডোমকল, ফারাক্কা, বাগুইআটি, হলদিয়া, সিঙ্গুর, হবিবপুর, মানিকচক, চাঁচল, খেজুরিতে নতুন আইসি নিয়োগ করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও সাইবার অপরাধ দপ্তরের আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে থানার দায়িত্বে। আবার কোথাও ট্রাফিক বিভাগ থেকে পাঠানো হয়েছে জেলা পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে।

দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'এই বদলিগুলি সময়ে সময়ে হয়। প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে, অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজে লাগাতে এবং থানা পরিচালনায় আরও নজরদারি বাড়াতে এমন বদলি করা হয়।' যদিও রাজনৈতিক মহলের একটি অংশের দাবি, উৎসবের মরসুম শেষ হতেই এবং বিভিন্ন জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সরকার প্রশাসনিক রদবদলের পথে হাঁটল।

তবে এত বিপুল সংখ্যক বদলির নির্দেশে পুলিশ মহলে যথেষ্ট শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বেশ কিছু থানায় দীর্ঘদিন পদে থাকা আধিকারিককে সরিয়ে নতুন মুখ বসানো হয়েছে। নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, আগের কোনও পোস্টিং অর্ডার যদি এই তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয়, তবে এই নতুন নির্দেশই বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫ পাতার পর)

আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর থেকে বিশ্ব পর্দা : ইফি ওটিটি বিচারক মণ্ডলী স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য এবং গল্পবলার নৈপুণ্যের নতুন যুগকে তুলে ধরল

মনরঞ্জন করছে।

ওটিটি মঞ্চের যে প্রকাশ ঘটেছে - সে সম্পর্কে ভারত বালা বলেন, প্রচলিত ফর্মুলা এবং প্রথামাফিক ভঙ্গিমার সীমাকে অতিক্রম করে মুক্তমনা গল্প বলার পরিসর এই ওটিটি মঞ্চের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে। ভারত এক বৈচিত্র্যপূর্ণ উপ-মহাদেশ, সেখানে আমাদের প্রতিবেশী দেশ সহ আমাদের স্থানীয় পরিবেশ এবং আমাদের সংলগ্ন সমাজের বিচিত্র গল্পকথা এই মঞ্চে ফুটে উঠছে। ভারতীয় গল্পকথা সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের আঙিনাকে স্পর্শ করছে বলে তিনি জানান।

বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর দাস ডিজিটাল নির্মাতাদের শৈল্পিক দায়বদ্ধতার দিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ওটিটি সিনেমার এক আকর্ষণীয় বিস্তৃত পরিসর। জটিল সামাজিক বাস্তবতার গভীর ব্যাখ্যা এতে ফুটে উঠছে।

প্রযোজক ও পরিচালক মুঞ্জল শ্রফ বলেন ওটিটি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তিনি একে পরিবেশনের গণতন্ত্রীকরণ বলে জানান। ওটিটি এবং ইউটিউব'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চলচ্চিত্র নির্মাতারা বক্স অফিস ফর্মুলা এবং টেলিভিশনের বিধিনিষেধের বাইরে গিয়েও রীতি বিরুদ্ধ গল্প বলার সুযোগ পাচ্ছেন।

অভিনেত্রী রাজেশ্বরী সচদেব দর্শক ও পর্দার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আমাদের হাতের মুঠোয় নতুন নতুন প্রেক্ষাপটে এইসব গল্প মনের ক্ষুধাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এইসব গল্পগুলি অতীতের বড় পর্দায় সুযোগ না পেলেও দর্শকরা আজ তা অত্যন্ত আগ্রহ ও ভালোবাসার সঙ্গে দেখছেন।

সিনেমার খবর

বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে খুলল না প্যারাশুট, ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অজয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোখের সামনে ভয়াবহ মৃত্যু দেখেছেন বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগন। স্কাই ডাইভিং করতে গিয়ে কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে, তা জানালেন অভিনেতা। খবর আনন্দবাজার অনলাইনের।

বর্তমানে ‘দে দে পেয়ার দে ২’ ছবির প্রচার নিয়ে ব্যস্ত অজয়। একসময় নানা ছবিতে কঠিন লড়াইয়ের দৃশ্যে অভিনয় করেছেন তিনি। অজয়ের বাবা বীরু দেবগন ছিলেন লড়াইয়ের দৃশ্যের পরিচালক। তাই লড়াইয়ের দৃশ্য তার কাছে কখনওই বিশেষ কঠিন মনে হয়নি। কিন্তু বাস্তবে স্কাই ডাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ অজয়ের।

উল্লিখিত ছবিতে অভিনয় করেছেন মাধবনও। তিনি ভূয়সী প্রশংসা করে জানান, অজয় একটি দৃশ্যে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই বিমান থেকে স্কাই ডাইভিং করেন। অজয়ের এমন নির্ভীক সত্তা দেখে তিনি মুগ্ধ। তখনই সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানান অজয়। আমেরিকায় স্কাই ডাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। অভিনেতা বলেছেন, “আমি ওখানে যাওয়ার পরেই এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়। দেখি, একজন বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তার প্যারাশুটটি আর খোলেনি। সেই ব্যক্তির পরেই আমার পালা ছিল স্কাই ডাইভিংয়ে।

স্কাই ডাইভিং করতে গিয়ে নাকি কোনওমতে রক্ষা পেয়েছিলেন হলিউডের অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও। বিমান থেকে ঝাঁপ দেওয়ার পরেও তাঁর প্যারাশুট ঠিক ভাবে খুলছিল না। সঙ্গে সঙ্গে লিওনার্দোর প্রশিক্ষকও ঝাঁপ দেন এবং অভিনেতাকে বাঁচান।

‘দে দে পেয়ার দে’ ছবিতে অজয় ও মাধবন ছাড়াও অভিনয় করেছেন রকুল প্রীত। ছবিটি ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ওটিটি মঞ্চে মুক্তি পাবে। এই ছবিটি ছাড়াও ‘দৃশ্যম ৩’ নিয়েও ব্যস্ততা চলছে অজয়ের।

নাচের তৃপ্তি অভিনয়ে পাইনি: মালাইকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘ছাইয়া ছাইয়া’ আইটেম গানে নেচে খ্যাতি পেয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা। সম্প্রতি মুদ্রার উল্টোপিঠ দেখলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে উঠেছে অশালীন ভঙ্গিতে নাচের অভিযোগ। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন মালাইকা।

অভিনেত্রী বলেন, আমি জীবনে সত্য ছাড়া অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করি না। নেতিবাচক কথায় কান দিই না। যারা ট্রল করার তারা করবেন। এই ধরনের বিরক্তিকর মন্তব্য থেকে নিজে ও নিজের পরিবারকে দূরে রাখি।

সমালোচকদের উদ্দেশে মালাইকা বলেন, আসলে নাচ আমাকে যে শান্তি ও পরিতৃপ্তি দেয়, সেটা অভিনয় করে পাইনি। তাই নাচ আমার কাছে বাড়ি ফেরার শান্তি।

সম্প্রতি সংগীতশিল্পী হানি সিংয়ের মিউজিক ভিডিও ‘চিলগাম’-এ দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। ভিডিওর একটি ঝলক প্রকাশ্যে আসতেই মালাইকাকে ‘অশালীন’ তকমা দিয়েছেন নেটাগরিকরা। সেখানে তাকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে নাচতে দেখা যায়, যা ভালোভাবে নেয়নি দর্শক।

সালমান-তামান্নার নাচকে ‘অস্বস্তিকর’ বলছেন নেটিজেনরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা সালমান খান ও দক্ষিণী অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার নাচকে ‘অস্বস্তিকর’ বলে অভিহিত করেছেন নেটিজেনরা। সম্প্রতি কাতারের দোহায় ‘দাবাং ট্যুর’-এর একটি যৌথ নাচের ভিডিও ভাইরাল হতেই সামাজিকমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

ওই ভিডিওতে সালমান-তামান্নাকে ‘দিল দিয়া গাল্লা’ গানের সঙ্গে পারফর্ম করতে দেখা যায়। সালমানের রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গিকেই মূলত ‘তিরবিদ্ধ’ করা হচ্ছে। সেই ক্লিপটি নিয়ে রেডিটেও একটি থ্রেড ভাইরাল হয়। সেখানে অনেকে মন্তব্য করেছেন, ‘খুবই অস্বস্তিকর’, ‘দেখতে লজ্জা লাগছে’, ‘ক্রিঞ্জ প্রো-ম্যাক্স’, ‘তামান্না বিব্রত মনে হচ্ছে’ ইত্যাদি।

সব মিলিয়ে সালমান-তামান্নার ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, যার বেশির ভাগই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

এই ট্যুরে আরও আছেন সুনীল গ্রোভার, স্টেবিন বেন, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ও মনীশ পাল।

আমরা বিশ্বের এক নম্বরে থাকতে চাই: স্পেন কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্পেনের দুর্বার ছুটে চলা থামছেই না। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে পাঁচ ম্যাচের সবকটিতে জয়ে তারা অক্ষত রেখেছে নিজেদের জাল, করেছে ১৯ গোল। এতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।

গত শনিবার জর্জিয়াকে বাইরে খেলতে গিয়ে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে টানা ৩০ ম্যাচ অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব দেখায় লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। এর মাধ্যমে তারা পেছনে ফেলেছে ভিসেন্তে দেল বস্কের অধীনে ২০১০-১৩ সালে গড়া স্পেনের ২৯ ম্যাচের পূর্ববর্তী রেকর্ড।

এই অর্জনের পেছনে রয়েছে গত বছরের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সাত ম্যাচের সবকটিতেই জয়ের সাফল্যও।

ইউরোপীয় বাছাইয়ের 'ই' গ্রুপে স্পেন ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা তুরস্কের পয়েন্ট ১২। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে তুরস্কের বিপক্ষে জয় বা ড্র, এমনকি ৭ গোলের কম ব্যবধানে হারলেও স্পেন সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করবে। প্রথম লেগে তুরস্ককে ৬-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল তারা।

সেভিয়ায় ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে দে লা ফুয়েন্তে জানান, ফেভারিট ট্যাগ নিয়ে বাড়তি চাপ থাকলেও তারা মনোযোগ রাখছে মাঠের কাজে।

তিনি বলেন, 'সাফল্য মানে হলো জয়ের জন্য লড়াই করার সুযোগ পাওয়া। জয়-পরাজয়ের ব্যবধান খুবই ক্ষীণ। বিশ্বকাপে পরিষ্কার কোনো ফেভারিট থাকে না। তবে হ্যাঁ, এখন স্পেনকে ফেভারিটদের তালিকায় রাখা হয়।'

তুরস্কের বিপক্ষে দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাওয়ার প্রশ্নও উড়িয়ে দেন স্পেন কোচ। তিনি বলেন, 'আমরা এই ম্যাচকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। মর্যাদার প্রশ্নে, নিজেদের সক্ষমতা দেখানোর জন্য। আমরা বিশ্বের এক নম্বরে থাকতে চাই।'

এটিপি ফাইনালসে আবারও চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সময়ের দুই সেরা টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ ও ইয়ানিক সিনারের ফাইনাল লড়াইয়ে উত্তেজনার কমতি ছিল না। তবে দু'বারের মতো এবারও শেষ মুহূর্তে এসে থেমে গেল আলকারাজের লড়াই। সুযোগটি দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে সরাসরি সেটেই জয় তুলে নিলেন ইতালিয়ান তারকা সিনার। একই সঙ্গে ধরে রাখলেন নিজের এটিপি ফাইনালসের শিরোপা।

রবিবার রাতে ইতালির তুরিনে শীর্ষ দুটি বাছাইয়ের জমজমাট ফাইনালে সিনার জিতেছেন ৭-৬ (৭-৪), ৭-৫ গেমে। পুরো প্রতিযোগিতাজুড়ে কোনো ম্যাচ না হেরে অপরাজিতভাবেই দ্বিতীয়বারের মতো এই মর্যাদাপূর্ণ শিরোপা ঘরে তুললেন ২৪ বছর বয়সী এই তারকা।

ইনডোর হার্ড কোর্টে সিনারের এই জয় তার টানা ৩১তম অপরাজিত ম্যাচ। শিরোপা নিশ্চিত করায় যোগ হয়েছে বিপুল অঙ্কের পুরস্কার—৫০ লাখ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১ কোটি টাকারও বেশি।

আলকারাজের বিপক্ষে ফাইনালে এখন পর্যন্ত ছয়বারের দেখায় এটি সিনারের দ্বিতীয় জয়। আর সব মিলিয়ে দুই জনের ১৬টি মুখোমুখির লড়াইয়ে এটি সিনারের ষষ্ঠ জয়।

টেনিসে চলতি বছরের পুরোটাতেই ছিল সিনার ও আলকারাজের দাপট। দুজন মিলে জিতেছেন মোট ১৪টি শিরোপা। এমনকি বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্লামও নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করেছেন ইতালিয়ান ও স্প্যানিয়ার্ড দুই তারকা।

২০২৫ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন জিতেছেন সিনার। আলকারাজের হাতে উঠেছে ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেনের ট্রফি।

এটিপি ফাইনালস জিতলেও অবশ্য বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পাননি সিনার। এই জায়গায় এক নম্বরেই রইলেন আলকারাজ।

সব মিলিয়ে ২০২৫ সালে ৬টি শিরোপা জিতেছেন সিনার। যা তার ক্যারিয়ারে এক বছরে দ্বিতীয় সেরা। এ বছর খেলা ১২টি টুর্নামেন্টের মধ্যে ১০টিতেই ফাইনালে উঠেছেন তিনি। অথচ ডোপিংয়ের দায়ে বছরের শুরু তিন মাস নিষিদ্ধ ছিলেন এই ইতালিয়ান।

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করল যারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছরের ১১ জুন থেকে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য ৪৮ দলের ফিফা বিশ্বকাপে নরওয়ে স্থান করে নিয়েছে। ইতালিকে রবিবার ৪-১ গোলে হারিয়ে ইউরোপীয় বাছাইপর্ব থেকে নরওয়ে বিশ্বকাপে পঞ্চম দল হিসেবে উঠে এসেছে। এর আগে ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া ও ফ্রান্স সরাসরি টিকেট নিশ্চিত করেছিল।

২০২৬ বিশ্বকাপে এখনো ১৬টি জায়গা বাকি রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি দল সরাসরি, বাকি ৬টি দল ইউরোপীয় ও আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে নামবে।

দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের সরাসরি যোগ্য দলগুলো ইতোমধ্যেই নিশ্চিত। লাতিন আমেরিকা থেকে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, একুয়েডর, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে টিকেট পেয়ে গেছে। এশিয়া অঞ্চল থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া,

উজবেকিস্তান, জর্ডান ও কাতার নিশ্চিত করেছে অংশগ্রহণ। আফ্রিকা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবে আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, মিশর, ঘানা, কোত দি ভোয়া, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তিউনিসিয়া। ওশেনিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে।

অতীতে আফ্রিকান প্লে-অফ ফাইনালে নাইজেরিয়াকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে কঙ্গো আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফে পৌঁছেছে। এই প্লে-অফ থেকে দুটি দল ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করবে।

বিশ্বকাপের স্বাগতিক হিসেবে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই সরাসরি টিকেট পেয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR